লিপি
শিলিগুড়ি, মঙ্গলবার, ১৫ মে ২০১৮
Siliguri•Tuesday• May 15, 2018
Arthik Lipi, Page 3

নির্বাচন শান্তিপূর্ণ বলে দাবি তৃণমূল মহাসচিবের

বাম-বিজেপি-কংগ্রেস এক হয়ে নির্বাচন ভন্ডুল করার চেষ্টা করেছে: পার্থ

স্টাফ রিপোর্টর: বিরোধীরা একজোট হয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে গন্ডগোল পাকিয়েছে বলে অভিযোগ করলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পাশাপাশি রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন শান্তিতে হয়েছে বলে দাবিও করলেন তিনি। এদিন তিনি বলেন, 'সমস্ত নীতি আদর্শ ভুলে বিজেপি-কংগ্রেস আর সিপিএম একহয়ে চক্রান্ত করে নির্বাচন ভন্ডুল করার চেষ্টা করেছে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে এক হয়েছে। এই বোঝাপড়া অনেকদিন ধরেই চলছিল, পঞ্চায়েত নির্বাচনে তা প্রমাণিত হল।'সোমবার রাজ্যজুড়ে পঞ্চায়েত ভোটের বলি ১৫ জন। উত্তর থেকে দক্ষিণ একাধিক জেলায় কার্যত 'রক্তাক্ত' পঞ্চায়েত ভোট। তবে শুধুমাত্র বিরোধীরাই নয়। একদিনের ভোটে প্রাণ হারিয়েছেন তৃণমূল কর্মীরাও। ইতিমধ্যে শাসকদলের বিরুদ্ধে 'সন্ত্রাস'এর অভিযোগে সরব হয়েছে বিরোধীরা। যদিও বাম-কংগ্রেস-বিজেপির দাবিকে নস্যাৎ করে দেন তৃণমূলের মহাসচিব। এদিন তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মানুষের উৎসাহই প্রমাণ করে দিয়েছে

রাজ্যে উন্নয়ন হয়েছে। কোথাও বিক্ষিপ্ত কিছু গন্ডগোল ছাড়া নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে। আমরা যে সারা বছর মানুষের সঙ্গে থেকে উন্নয়নের পক্ষে কাজ করেছি তা মানুষ দেখিয়ে দিল।' সোমবার সকাল থেকেই পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। নির্বাচন বাতিল করার দাবিতে প্রথমে কংগ্রেস ও পরে বামেরা কমিশনের দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। অপরদিকে রাজ্যপালের কাছে পঞ্চায়েত নিয়ে রাজ্য সরকার ও কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মুকুল রায়-দিলীপ ঘোষেরা। পঞ্চায়েত নির্বাচনে একাধিক জায়গায় কোথাও ভোট লুঠ কোথাও আবার লাগামছাড়া সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে। তবে পঞ্চায়েত ভোটে রাজ্যজুড়ে শাসকদলের ৬ জন কর্মীও খুন হয়েছে বলে এদিন অভিযোগ করেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, 'আজকের ঘটনায় ৬ জন তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়েছে, তবে এদেরও বিরোধীরা তাদের দলের বলে চালানোর চেষ্টা করছে। এটা ভিত্তিহীন ও মিথ্যে কথা। আমাদের দলের ছেলেরা মার খেলেও দলের নির্দেশ মেনে মাথা ঠান্ডা রেখেছে। তবে মৃত্যু বাঞ্ছনীয় নয়।' নন্দীগ্রাম, কাকদ্বীপ, নওদা, আমডাঙা, বেলডাঙা সহ একাধিক জায়গায় তৃণমূলের হাতে সিপিএম-বিজেপি কর্মীর খুন হওয়ায় অভিযোগ উঠেছে। যদিও সঙ্গে সঙ্গেই তা উড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের মহাসচিব। বরং 'সন্ত্রাস' করতে গিয়েই বিরোধীদলের কর্মীদের মৃত্যু হয়েছে বলে পাল্টা দাবি করেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, 'এই সমস্ত ঘটনায় কোথাও তৃণমূল জড়িত নয়। কাকদ্বীপে ওই দম্পত্তি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন। গ্রামীণ ঝগড়ায় মৃত্যু হয়েছে বেলডাঙায়। আমডাঙা আর নন্দীগ্রামে বোমা বাঁধতে গিয়ে সিপিএম কর্মীদের মৃত্যু হয়েছে। তবে আমাদের দল হিংসাকে সমর্থন করে না।' পাশাপাশি পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন বিজেপি 'নোংরা খেলা' খেলেছে বলেও কড়া ভাষায় অভিযোগ করেন পার্থ। বলেন, 'অসম, বিহার, ঝাড়খন্ড এমনকী বাংলাদেশ থেকে লোক এনে সীমান্তবর্তী এলাকায় ভোট নিজেদের দিকে প্রভাবিত করার চেষ্ট করেছে বিজেপি। আর এই কাজে বিএসএফকেও কাজে লাগানো হয়েছে।' বিরোধীদের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন ও পুলিশ প্রশাসনের ঢালাও প্রশংসাও করেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, 'পুলিশ ঠান্ডা মাথায় কাজ করেছে। নির্বাচন কমিশনও খুব কাজ করেছে। প্রশাসন কমিশনকে খুব হেল্প করেছে।' অপরদিকে এদিন নবান্নে রাজ্য পুলিশের ডিজি সুরজিৎ করপুরকায়স্থও শান্তিপূর্ণ হয়েছে বলে দাবি করেন।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে 'নপুংসক' বলে আক্রমণ বিমানের

কমিশনের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার চ্যালেঞ্জ সূর্য'র

স্টাফ রিপোর্টর: সোমবার একদিনের পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যজুড়ে কার্যত শাসকদলের বিরুদ্ধে 'সন্ত্রাস'-এর অভিযোগ ওঠে। তবে এদিন শাসকদলের পাশাপাশি কমিশনকে রীতিমতো তুলোধনা করে বিরোধীরা। কমিশনারকে 'নপুংসক' বলে তীব্র আক্রমণ করেন ফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। এদিন নির্বাচন চলাকালীনই রাজ্য কমিশনে বিক্ষোভ দেখায় বামেরা। পরে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার অমরেন্দ্রকুমার সিংয়ের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি দেওয়ার দাবি করেন সূর্যকান্ত মিশ্র-বিমান বসুরা। অভিযোগ, বামেদের সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করেন নির্বাচন কমিশনার। পরে কমিশনের সামনেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে বামেরা। সেখানেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেন ফ্রন্ট চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, 'এই নির্বাচন কমিশনার নপুংসক। একে দিয়ে কিছু হবে না।' তবে এখানেই শেষ নয়।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে গোটা রাজ্যে ভোটের বলি ১৬জন, আর এই মৃত্যুর জন্যও এদিন রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করান বিমান বসু। বলেন, 'এই কমিশনারের অপদার্থতার জন্যই এতগুলো মানুষকে খুন হতে হল। এত মানুষকে খুন হওয়ার জন্য এই কমিশনারই দায়ী।' ফ্রন্ট চেয়ারম্যানের প্রশ্ন, 'নির্বাচনের আগে কমিশনার আদালতে জানিয়েছিলেন যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তারপরও কেন এত মানুষের মৃত্যু হল?' অপরদিকে পঞ্চায়েত নির্বাচন মিটলেও, ফের আদালতে এই নির্বাচন নিয়ে আদালতে যাওয়ার হুমকি দিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। কমিশনের দফতরের সামনে দাঁড়িয়েই তাঁর হুঁশিয়ারি, 'পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল কী হবে, তার জন্য আমরা বসে নেই। সন্ত্রাস থেকে শুরু করে বুথ দখল,

ভোট লুঠ সবই মানুষ দেখেছে। আমরা আপনার সঙ্গে এই বিষয় নিয়েই কথা বলতে এসেছিলাম। কিন্তু আপনার সৌজন্যবোধ নেই। ফের আপনার সঙ্গে আদালতে দেখা হবে।' এখানেই শেষ নয়। কমিশনারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে সূর্যকান্ত মিশ্র এদিন আরও বলেন, '৩৪ বছরে এই অবস্থা দেখা যায়নি। মনে রাখবেন আপনার দৌড় কতটা সেটা আমরা জানি। আপনি কী করতে পারেন সেটাও আমরা জানি। তবে আজ আপনার অপদার্থতার কারণেই এত ক্ষয়ক্ষতি হল, মানুষের প্রাণ গেল। কথাটা মনে রাখবেন, আপনার সঙ্গে ফের আদালতেই আবার দেখা হবে।'

তবে শুধুমাত্র বামেরাই নয়। এদিন নির্বাচন নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেসও।

যুবতীকে মারধরের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : এক যুবতীকে মারধর ও গাড়ি ভাঙচুরের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম শান্তনু চক্রবর্তী। এই ঘটনাটি ঘটে শনিবারের রাতে সল্টলেকে বৈশাখী এলাকায়। সল্টলেকের বিএফ ব্লকের বাসিন্দা নেহা আগরওয়ালের অভিযোগ, শনিবার রাত ১১টা নাগাদ কেষ্টপুর খালপাড়ের দিক থেকে গাড়ি চালিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন তিনি। সেই সময় তার গাড়িকে আটকে দেয় অন্য একটি গাড়ি। ওই গাড়ি থেকে নেমে অভিযুক্ত শান্তনু চক্রবর্তী নেহা আগরওয়ালকে গাড়ি থেকে নামিয়ে আনেন। তারপর শান্তনু তাকে মারধর ও গাড়ি ভাঙচুরের হুমকি দেন বলে অভিযোগ। ওই যুবতীর অভিযোগ, হুমকির পাশাপাশি তাকে অকথ্য গালিগালাজও করেন ওই অভিযুক্ত। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নেহা।

গাড়ি থেকে নামিয়ে ওই যুবতীকে মারধর ও গাড়ি ভাঙচুরের

দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শান্তনু চক্রবর্তীর নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। সূত্রের খবর, যদিও নেহা আগরওয়ালের যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শান্তনু চক্রবর্তী। দেড় বছর আগে নেহা আগরওয়ালের বিবাহ বিচ্ছেদ হয় আশিস আগরওয়ালের সঙ্গে। এই যুবতীর প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে বহু বছরের পুরনো বন্ধুত্ব রয়েছে তার। এমনকি আশিস আগরওয়ালের সঙ্গে সল্টলেকে একটি রেস্টুরেন্টও চালান তিনি। এমনটাই সূত্রের খবর। জানা গেছে, আশিস ও নেহা আগরওয়ালের একটি সন্তানও রয়েছে। সন্তান ও স্বামীকে ছেড়ে নেহা আগরওয়াল চলে যান।

কিন্তু অনেকদিন ধরেই পারিবারিক ঝামেলা চলছিল দু'জনের মধ্যে। শান্তনুর অভিযোগ, শনিবার রাতে এক বান্ধবীকে নিয়ে সল্টলেকের একটি রেস্টুরেন্টে যান নেহা। সেখানেই সবার সামনে অকথ্য আচরণ করেন তিনি। অবশেষে রাত ১১টা নাগাদ গাড়ি করে চলে যান নেহা আগরওয়াল। তারপর রবিবার সকালে তিনি জানতে পারেন, তার বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ উঠেছে।

কমিশন বিজেপিকে ফেস করতে ভয় পাচ্ছে, দাবি মুকুলের

রাজ্যে এখনই ৩৫৬ ধারা চালু করা উচিত: দিলীপ ঘোষ

স্টাফ রিপোর্টর: রাজ্যে ৩৫৬ ধারার দাবি তুলল বিজেপি। সোমবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাসের অভিযোগে দিলীপ-মুকুল জোড়া আক্রমণ করেন শাসকদলকে। পাশাপাশি এদিন কমিশনকেও একহাত নেয় গেরুয়া শিবির। এদিন পঞ্চায়েতে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে যায় বিজেপির এক প্রতিনিধিদল। সেখানেই রাজ্যে জরুরি অবস্থার সঙ্গে তুলনা করেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'এক পঞ্চায়েত নির্বাচনেই প্রায় ১৬-১৭ জন মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। রাজ্যে এখন এমারজেন্সির আগের অবস্থা চলছে। এখনই রাজ্যে ৩৫৬ ধারা চালু করা উচিত। আমরা রাজ্যপালের কাছে দাবি করেছি যাতে উনি কেন্দ্রকে এই ভাবেই রিপোর্ট দেন।' এদিন কোচবিহারে ডাওয়াগুড়ির ৮/১২১ নম্বর বুথে সুজিত দাস নামে এক বিজেপি

কর্মীকে আচমকাই চড় মারেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এদিন সেই প্রসঙ্গেও শাসকদলকে একহাত নেন দিলীপ ঘোষ। বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামান্য সততা থাকলেও উনি ওই মন্ত্রীকে বরখাস্ত করুন। আসলে তৃণমূল এখন আর নিজেদের পোষা গুন্ডাদের উপর ভরসা রাখতে পারছে না। তাই মন্ত্রীরাও বুথে ঢুকে মারপিট শুরু করেছে। এরা গণতন্ত্রের কলঙ্ক।' পাশাপাশি গোটা রাজ্যে একাধিক জায়গায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট লুঠের অভিযোগ তুলছে বিরোধীরা। এদিন সেই প্রসঙ্গে জোড়াফুল শিবিরকে কটাক্ষ করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। তাঁর বক্তব্য, 'রাত থেকেই ছাপ্পা মারা শুরু হয়েছে। এমনকী তিন ঘন্টার মধ্যে ভোট শেষ করে গণনাও শুরু করে দিয়েছে। আসলে এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যাডভান্স ডেমোক্রেসি!' তৃণমূলের মহাসচিব পুলিশকে ঢালাও প্রশংসা করলেও, সেই পুলিশকেই বিঁধলেন দিলীপ। তিনি বলেন, 'পুলিশের ভূমিকা দেখলাম। বন্দুক কাঁধে পুলিশ দাঁড়িয়ে, আর দুষ্কৃতীরা বন্দুক নিয়ে বুথে ঢুকে ভোট দিচ্ছে, ভোটারদের তাড়িয়ে দিচ্ছে।'

অপরদিকে আরও এক বিজেপি নেতা, একদা তৃণমূলের 'সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড' মুকুল রায়ও তীব্র আক্রমণ করেন তৃণমূলকে। বলেন, 'পঞ্চায়েত ভোট আবার প্রমাণ করল, রাজ্যে গণতন্ত্র বলে কিছুই নেই। এই ভোটের কোনও মূল্য নেই। তৃণমূল নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে।' এদিন বিজেপির তরফে নির্বাচন বন্ধেরও দাবি করা হয়।

এমনকী দুপুর ৩টে নাগাদ প্রতিনিধিদল নিয়ে কমিশনারের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টাও করেন। তবে কমিশনার সময় দেননি বলেও অভিযোগ মুকুলের। তাঁর বক্তব্য, 'সকাল থেকে রাজ্যজুড়ে সন্ত্রাস, বোমাবাজি চলছে, মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে আর কমিশন চুপ করে বসে দেখছে। এই নির্বাচন মানবজাতির লজ্জার। আসলে কমিশন বিজেপিকে ফেস করতে ভয় পাচ্ছে।'

এমনকী রাজ্য প্রশাসনও কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে বলেও অভিযোগ মুকুলের।

পঞ্চায়েত ভোটের অশান্তির ছবি দেখে উষ্মা প্রকাশ করে হাইকোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার : পঞ্চায়েত নির্বাচনের অশান্তির ছবি

দেখে রীতিমতো উষ্মা প্রকাশ করে হাইকোর্ট। রাজ্য জুড়ে পঞ্চায়েত ভোটে সন্ত্রাস, অশান্তির ছবি, মোবাইলে চালিয়ে টিভিতে লাইভ দেখল কলকাতা হাইকোর্ট। ডিভিশন বেঞ্চের প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য বেলা ১২.৩০টায় হাইকোর্টের এক আইনজীবী এসে আদালতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুপ্রদীপ রায় নামে ওই আইনজীবী মোবাইল ফোনে একটি নিউজ চ্যানেলের সরাসরি সম্প্রচার দেখান। দুই বিচারপতি মন দিয়ে সেই লাইভ ছবি দেখেন বেশ কিছুক্ষণ ধরে। এমনটাই সূত্রের খবর। আরও জানা যায় রাজ্য নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট রয়েছে বলে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে জানিয়েছেন কমিশনের আইনজীবী।

তখন আদালত মন্তব্য করেছিল কমিশন যদি সরকারের দেওয়া বাহিনী নিয়ে ভোট করাতে সন্তুষ্ট থাকে সেখানে আদালতের কী করার আছে! আদালত কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছিল স্বচ্ছ, অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ ভোট করার জন্য। কিন্তু সোমবার অর্থাৎ ভোটের দিন সকাল ৭টা থেকে রাজ্য জুড়ে ভোট গ্রহণ শুরুর পর চিত্রটা বদলে যায়। বেলা বাড়ার পর থেকে একের পর এক মৃত্যুর খবর। মোবাইল টিভিতে লাইভ দেখার পর উষ্মা প্রকাশ করে হাইকোর্ট। পরে সুপ্রদীপ রায় আদালতের কাছে মামলা করার আর্জি জানান। সূত্রের খবর, এই নিয়ে আদালতে মামলা করলে তা গ্রহণ করা হবে বলে জানান বিচারপতি।

রাজারহাটে ব্যাপক সন্ত্রাসের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

স্টাফ রিপোর্টার : বুথ দখল, অবাধে ছাপ্পা, গুলি, বোমা, ব্যালট বক্স জলে বিসর্জন, হিংসা ও সন্ত্রাসের সমস্ত উপাদান উপস্থিত ছিল পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজারহাট জুড়ে। পাথরঘাটা গ্রামপঞ্চায়েতের সর্দার পাড়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ৮১ নং বুথে অবাধে চলছে ছাপ্পা ভোট। প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসারদের মারধর করে বের করে দেওয়া হয়। বুথের বাইরে দাঁড়িয়ে পুলিশ। আর ভেতরে তৃণমূলের পক্ষে ছাপ্পা দিয়ে চলছেন এক তৃণমূল কর্মী। এই দৃশ্য দেখা গেল রাজারহাটের পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত। পোলিং অফিসার দীপঙ্কর বাগচী জানান, বুথের মধ্যে একদল তৃণমূল সমর্থক বুথে ঢুড়ে পড়ে। তারা সমস্ত বুথ কর্মীদের মারধর করে বের করে দেয়। অবাধে তৃণমূলের পক্ষে ছাপ্পা দিতে শুরু করে তারা। পুলিশ নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রাজারহাটের জ্যাংড়া-হাতিয়াড়া ২২৬ নম্বর পার্টের নবীনচন্দ্র অবৈতনিক প্রাথমিক কেন্দ্রের বুথে ব্যাপক বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে শাসক দলের বিরুদ্ধে। ৩০ রাউন্ড গুলি চালানোর ঘটনাও ঘটে। প্রকাশ্যে গুলি চালানোর ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেস। বিরোধীদের অভিযোগ, ভোটারদের মারধর করা হয়েছে ও পোলিং এজেন্টদের বের করে দেওয়া হয়। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, স্থানীয় বাসিন্দা এবং বিরোধী দলের কর্মীরা বুথ দখলের বিরুদ্ধে এবং ভোট দানের পক্ষে সওয়াল করতেই মারমুখী চেহারা নেয় তৃণমূলের লোকজন। মারধরও শুরু করে।

তারপরই বোমা ছুড়তে ছুড়তে পালিয়ে যায়। ৩০ রাউন্ড গুলি চালানো হয়। পরে আসে বিশাল পুলিশবাহিনী। ঘটনার প্রতিবাদে বুথে ভোট বন্ধ করে দেয় স্থানীয়রা। দুষ্কৃতী তাণ্ডবের জেরে ভোট কেন্দ্র ছেড়ে পালিয়ে যায় পুলিশ। একজন ভোট কর্মীকে ব্যাপক মারধর করা হয়। ব্যালট বক্স নিয়ে পালিয়ে যায় একদল দুষ্কৃতী। ব্যালট ছুড়ে ফেলা হয় বাগজোলা খালে। বিজেপি উত্তর শহরতলি জেলার সম্পাদক চণ্ডীচরণ রায়

জানান, সকাল ৮টা বাজতেই রাজারহাটের অধিকাংশ বুথ দখল হয়ে যায়। তথাকথিত উন্নয়ন বাহিনী সমস্ত বুথে সন্ত্রাস চালিয়েছে। মানুষ সাধ্যমত্যে সন্ত্রাস রোখার চেষ্টা করেছে। প্রসঙ্গত বুথগুলি দখল হওয়ার পেছনে যথেষ্ট নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করাকেই দায়ী করছে বিরোধীরা। যদিও শাসকদল সন্ত্রাসের জন্য বিরোধীদের দায়ী করেছে।